দৈনিক
জনকণ্ঠ

৪৩

তারিখ 23 AUG 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

ভার্সিটি ছাত্রদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই !

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পরপর চারদিন সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাসের গতানুগতিক চিত্রে ছেদ পড়েছে। নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাস। ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবনা তো আছেই, আরও ভাবনা শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে। কখন, কি ঘটে যায়—এই

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

ভার্সিটি ছাত্রদের

(প্রথম পাতার পর)

ভয়ে ছাত্ররা নিজ কক্ষ থেকে সরিয়ে রেখেছে সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। বৃহস্পতিবার অসংখ্য ছাত্রের হাতে দেখা গেছে কাগজপত্রের ফাইল। আত্মীয়ের বাসায় বা ছাত্রী হলে রেখে আসা হয়েছে এগুলো। এদিকে মুহসীন হলে প্রভোস্টের কক্ষ জ্বালিয়ে দেয়ায় পুড়ে ছারখার হয়েছে গত ২৯ বছরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও রেকর্ড।

ক্যাম্পাসের সর্বত্র গতকাল বৃহস্পতিবার শোনা গেছে নানা ধরনের গুজব। জগন্নাথ হলে দু'জন মারা গেছে, তাদের লাশ গুম করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে, হল খালি করার নির্দেশ আসছে, ছাত্রদল লাগাতার ধর্মঘট ডাকবে— এমন অসংখ্য গুজবে ক্যাম্পাস ছিল ভরপুর। যদিও এর একটিও সত্য ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবে— এমন আশঙ্কায় অনেক ছাত্রছাত্রী বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছে। দখল করা মুহসীন, এফ রহমান, শহীদুল্লাহ ও এফ এইচ হলে ছাত্রদের অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনরা প্রতিনিয়ত খবর নিচ্ছে। এসব হলে ছাত্রলীগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বিপদে পড়েছে। নিজের হল ছেড়ে তাদের থাকতে হচ্ছে অন্য হলে। এদের অনেকে বিছানা, বইপত্র, নোট প্রভৃতি ফেলে পরনের কাপড় নিয়েই কক্ষ ছেড়েছে। উদ্বাস্তুর মতো তারা রাত যাপন করছে অন্য হলে। এমন দুর্ভোগের শিকার অন্তত পাঁচ শ' ছাত্র। এদের অনেকেই পরীক্ষার্থী। সেপ্টেম্বরে শুরু হবে তাদের অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষা।

মধুর ক্যান্টিনে জমজমাট আড্ডা ও রাজনৈতিক আলাপচারিতা এখন আর দেখা যায় না। গতকাল মধুর ক্যান্টিন এলাকা ছিল এক প্রকার জনশূন্য। ছাত্রদল বা ছাত্রলীগের কোন নেতা-কর্মীকে এ এলাকায় দেখা যায়নি। দিনভর ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ছিল সূর্যসেন হলের সামনে। টিএসসি এলাকায় ছিল ছাত্রলীগ কর্মীরা। দু'পক্ষের দুই ধরনের অনুভূতি। ছাত্রলীগের অনুভূতি বিজয়ের, ছাত্রদলের পরাজয়ের।